ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 10. Number 02. March 2014

ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিধি ও আন্ড়ঃধর্মীয় বিবাহ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ আবু সাঈদ খান*

Abstract : Almighty Allah has given the codification of marriage in order to fulfill the sexual needs for humans, thereby maintaining the chronology of legitimized ancestry in a social bondage. In Bangladesh, inter-religion marriage in its societal and politico-religious perspectives has become the core issue in terms of validity and acceptance to the Islamic pundits and pious believers. The study lucidly explores the outlook of Islam relating to inter-religion marriage and also indicates the way forward in avoiding doctrinal cleavages among the academics. In this context, the study adds the scope, rule and importance of marriage in Islam, origin and development of marriage, the scope of setting biological relationship as prescribed in Islam etc. Although in Judaism and Christianity there is the room for inter-religion marriage, it maintains particular prerequisites to be affiliated in this system of marriage. But it is well-evident that inter-religion marriage creates diverse social and religious complexities and crises in its audacious forms. The study in this regard might be a scholarly piece in analyzing fact of inter-religion marriage and in showing outlook of Islam to solve recent crisis of Bangladesh relating to it.

ভূমিকা

মানবজাতিকে আলণ্ডাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি জীবন-মৃত্যু দিয়েছেন যাতে তাদের মধ্য থেকে নেক আমলকারীকে পরীক্ষা করে নেয়া যায়। দিয়েছেন তাদের মৌলিক দু'টি প্রবৃত্তি। ক্ষুধা ও যৌন তাড়না। ক্ষুধার ক্ষেত্রে যেমনি তিনি প্রবৃত্তির তাড়নাকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে খাবারের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার মত কঠিন বিষয় চাপিয়ে দেন নি বরং কিছু নির্দিষ্ট বস্তু ও সময়ে খাবার গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চলতে দিয়েছেন। তেমনি যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার সকল পথ রুদ্ধ করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণকে নিষেধ করার পাশাপাশি অবাধ যৌনাচারের উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। এরূপ একটি মধ্য পন্থায় নিজেকে রত রেখে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যক্তির প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তির সফলতা। বিবাহের অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষের জীবন সঙ্গী নির্ধারণে যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হওয়ার পাশাপাশি গড়ে ওঠবে মানব সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি পারিবারিক ব্যবস্থা। এ জন্য আলণ্ডাহ তা'আলা প্রথম মানুষ

* সিনিয়র লেকচারার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদম (আ.) কে সৃষ্টির পর তার সাথী করেছেন হাওয়া (আ.) কে এবং তৈরি করে দিয়েছেন পারস্পরিক ভালবাসা ও রহমতের সম্পর্ক। মহান আলণ্ডাহ বলেন- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনী। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্ড়িতে থাকতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্ড়াশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[১]

কিন্তু মানুষ শুরু থেকেই এ নিয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে। আদম সন্ড়ান কাবিল হত্যা করেছে তারই সহোদর ভাই হাবিলকে। আবার লুত (আ.) এর জাতি সহ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবতা সূচনা করেছিল বিকৃত যৌনাচারের। আলণ্ডাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল (আ.) পাঠিয়ে মানবতাকে দিয়েছেন সঠিক পথের সন্ধান। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রাসূল বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ (সালণ্ডালণ্ডাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ডাম)। তাঁর শরীয়াতে অন্যান্য বিধিবিধানের পাশাপাশি পূর্ণতা পেয়েছে বৈবাহিক সম্পর্কের বিধানও। আলণ্ডাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন বংশীয়, আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধিবদ্ধতার মধ্য থেকে কিছু মহিলা ব্যতিরেকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নিয়ম। আবার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন দ্বীনি পরিচয়ের আওতার মধ্যেই সম্পর্ক স্থাপনকে। কিন্তু মানবতা পূর্ব জাহিলিয়াতের অনুসরণে আজো বিকৃত যৌনাচার ও আন্ড়ঃধর্মীয় বিয়ের নামে আলণ্ডাহর বিধান লংঘন করে বিবাহ বন্ধন চালুতে রয়েছে সচেষ্ট। তাই আলণ্ডাহর বিধান মেনে যৌন প্রবৃত্তি নিবারণে প্রত্যেক মুসলিমেরই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপ্তি ও এ ক্ষেত্রে দ্বীনি পরিচয়ের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে জানা একান্ড় জরুরি।

বিবাহের সংজ্ঞা

আভিধানিক

বিবাহ বা বিয়ে শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একটি বিশেষ্য। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে দার পরিগ্রহ, পরিণয়, পানিগ্রহণ। আর বিবাহিত অর্থ- বিবাহ করেছেন এমন, পরিণীত।[২] এর আরবি শব্দ হচ্ছে نكاح (নিকাহ্) আর ইংরেজিতে Marriage. আরবি নিকাহ্ শব্দটি ن+ك+ح ধাতুমূল থেকে উৎপন্ন একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। শব্দটির অভিধানিক অর্থ মিলিত হওয়া, মিশ্রিত হওয়া, যেমন আরবিতে বলা হয় تناكحت الاشجار অর্থাৎ গাছগুলো নিকাহ্ করেছে। نكح المطرالارض অর্থাৎ জমিতে বৃষ্টি নিকাহ করেছে। এটা তখনই বলা হয় যখন গাছগুলো একটি অন্যটির সাথে মিলে যায় আর বৃষ্টি যখন জমিতে মিশে যায়। তবে এটি العقد(বৈবাহিক চুক্তি) এবং الوطي (যৌন মিলন) এ দু'টি অর্থেই আরবিতে ব্যবহৃত হয়। কারণ এক্ষেত্রে দু'জন নারী পুরুষের মিলিত সম্পর্কের মাধ্যমেই العقد বা الوطي সংঘটিত হয়। তবে শব্দ দু'টির কোনোটি তার মৌলিক আর কোনোটি রূপক অর্থ তা নিয়ে ভাষাবিদ ও ফিক্হ বিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ভাষাবিদ আযহারী বলেন- এটি আরবদের কথায় মূলত: (الوطي) যৌন মিলনের জন্য ব্যবহৃত হত। কেউ কেউ (العقد) বৈবাহিক চুক্তির জন্য ব্যবহার করেছেন। কেননা বিবাহ হচ্ছে বৈধ যৌন মিলনের কারণ।[৩] আবার উসূলে ফিক্হবিদদের মত এর বিপরীত।[৪] তবে এক্ষেত্রে সমাধান মূলক কথা বলেছেন আলণ্ডামা ফারেসী তিনি বলেন- نكاح (নিকাহ্) শব্দের পরে

অমুক, অমুকের কন্যা বা বোন এরূপ শব্দ উলেল্গখ থাকলে তা দ্বারা العقد বা বৈবাহিক চুক্তি উদ্দেশ্য আর نكاح (নিকাহ্) শব্দের পর মহিলোা বা স্ত্রী এরূপ শব্দ উলেল্গখ থাকলে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে الوطي বা যৌন মিলন।[৫] কেউ কেউ এ বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে বলেছেন শব্দটি العقد এবং الوطي দু অর্থেই রূপক। আবার কেউ কেউ বলেছেন শব্দ দুটি সমান ভাবেই দু'টি অর্থে ব্যবহৃত বা مشترك। রূপক বা মৌলিক এ বিতর্ক নিঃপ্রয়োজন।[৬] এসব বিতর্কের মূল কারণ হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে নববীতে শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে এসেছে- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ 'তোমরা যখন মুমিন মহিলোাদের নিকাহ্ করবে অতঃপর তাদের সাথে যৌন মিলনের পূর্বেই তালাক দিয়ে দিবে, তখন তাদের উপর ইদ্দত পালন আবশ্যক নয়।'[৭] এ আয়াতে نكاح শব্দের অর্থ العقد। পবিত্র কুরআনে আরো এসেছে- فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 'যদি তাকে (স্ত্রীকে) সে (স্বামী) তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর অন্য স্বামীর সাথে নিকাহ্ হওয়া পর্যন্ত তার জন্য (পূর্ব স্বামী) সে হালাল হবে না।[৮] এখানে তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলোার পূর্বের স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়া তখনই হালাল হবে যখন সে অন্য স্বামীর সাথে নিকাহ্ করে অর্থাৎ বৈবাহিক যৌন মিলন করে। এখানে নিকাহ্ অর্থ الوطي (যৌন মিলন)।

পবিত্র কুরআনে নিকাহ্ শব্দটি আবার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া বা বিবাহের উপযুক্ত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ 'তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর তারা নিকাহে পৌঁছানো পর্যন্ত।'[৯] অর্থাৎ তাদের প্রতি তাদের সম্পত্তি প্রত্যার্পনের ক্ষেত্রে তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা কর।

ইংরেজিতে Marriage শব্দের অর্থ

'The action or an act of getting married, the ceremony or procedure by which two persons are made husband and wife।'[১০]

পরিভাষায়

নিকাহ্ বলা হয়- "ইহা এমন একটি শারঈ চুক্তি যার মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ বৈধ ও সন্তানের বংশ পরিচয় স্বীকৃত হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেওয়ানী অধিকার ও কর্তব্য সাব্যস্ত হয়।[১১]

আলণ্ঢামা ড. ওয়াহবাহ আয্ যুহাইলী বলেন-

" নিকাহ্ হচ্ছে শরীয়াতের পরিভাষায় একটি বৈবাহিক চুক্তি। আর তা হচ্ছে- এমন একটি চুক্তি যা যৌন মিলন, চুম্বন, জড়িয়ে ধরা, ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলোাকে উপভোগ করার বৈধতাকে অন্তর্ভূক্ত করে, যখন মহিলোাটি বংশগত, দুধপানের দিক থেকে বা বৈবাহিক সম্পর্কগত নিষিদ্ধ মহিলোাদের অন্তর্ভূক্ত না হয়। অথবা এটি এমন একটি চুক্তি যা পুরুষ কর্তৃক নারীকে উপভোগ করার মালিকানা বুঝাতে শরীয়াত প্রণেতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি আরো বলেন- এ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক উপভোগের মালিকানা দ্বারা একটি বিশেষ ধরনের মালিকানা বুঝাবে, যাতে করে এ মহিলোাটির সাথে অন্য কারো যৌন মিলনের আর কোনো বৈধতা থাকবে না। অন্যদিকে মহিলোার দিক থেকে উপভোগের বিষয়টি বিশেষ মালিকানা বুঝাবে না, কারণ এ অবস্থায় পুরুষটি অন্য মহিলোাকে বিয়ে করতে পারে।

অবশ্য স্ত্রী সংখ্যা কয়েকজন হলে (সর্বোচ্চ চারজন) স্বামীর উপর সামষ্টিক মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ এটি এমন এক মালিকানা যা স্ত্রীর জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণকে বৈধ করে না, অন্য দিকে স্বামীর জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা প্রদান করে।'[১২] হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী বিশ্ব বিখ্যাত এ চার মাজহাবের প্রায় সকলেই কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যসহ প্রায় একই সংজ্ঞাই প্রদান করেছেন। আলণ্ঢামা আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আওয আল জাযাইরী বলেন-

وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ولكنها كلها ترجع إلى معنى واحد وهو أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ فالزوج يملك بعقد النكاح هذا الانتفاع ويختص به[১৩]

ইংরেজিতে Marriage এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

'The State of being united of a person of the opposite sex as husband or wife in a consensual and contractual relationship recognized by law.'[১৪] সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিবাহের সংজ্ঞায় প্রায় অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাদের ভাষায় বিবাহ হচ্ছে বয়:প্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলোার মধ্যে এমন এক চুক্তির সম্পর্ক যার মাধ্যমে তারা একত্রে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার এবং একই পরিবারে বসবাস করার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সমর্থন লাভ করে।[১৫]

সমাজ বিজ্ঞানী G.A Lundberg তার Foundations of Society গ্রন্থে বলেন- 'Marriage consists of the rules and regulations which define the rights, duties and privileges of husband and wife, with respect to each other.'[১৬]

বিবাহের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীতে কখন থেকে বিয়ে ও পরিবার প্রথার সূচনা হয়েছে তা নিয়ে এ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা কার্য পরিচালনা করেছেন। তারা তাদের গবেষণা লব্ধ ফলাফলে দু'টি বিষয় মানব সমাজে উপস্থাপন করেছেন। একদল সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর মতে মানব সমাজে সর্বপ্রথম অবাধ যৌনাচার প্রচলিত ছিল এবং সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে কাঠামোবদ্ধ হতে হতে বিবাহ বা পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। এ মতবাদের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বিশ্ব বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী ব্যাকোফেন, মর্গান, ব্রিফল্ট প্রমূখ। অন্য দিকে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টারমার্ক মর্গান ও ব্যাকোফেনদের মতবাদকে খণ্ডন করে প্রমাণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন যে- মানব সমাজ তার সূচনা লগ্ন থেকেই বিবাহ ও পরিবার প্রথা নিয়েই যাত্রা শুরু করে। তবে কখনো কখনো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিকৃত বা অবাধ যৌনাচারেরও প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী তার মতামতকে সমর্থন করেছেন। তবে এ মতপার্থক্যের আজও কোন সমাধান নৃবিজ্ঞান বা সমজবিজ্ঞানে হয়নি।[১৭] এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলে যে, মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই বিবাহের সূচনা। আদম (আ.) এর সৃষ্টি ও তার জন্য স্ত্রী হিসেবে হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এ বিবাহের সূচনা হয়। আর আজ পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতাই বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান রয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً 'হে মানব মণ্ডলী তোমরা

তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর এ দু'জন থেকে অসংখ্য নারী পুরুষের বিস্তার ঘটিয়েছেন।[১৮]

এখানে আলণ্ঢাহ তা'আলা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে বিবাহের মধ্য দিয়ে মানব বিস্তারের বিবরণ দিয়েছেন। আবদুলণ্ঢাহ বিন মাসউদ রা. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে- আদম আ. এর ঔরসে প্রত্যেকবার একজন পুত্র ও একজন কন্যা সন্ড়ান জন্মগ্রহণ করত। আদম আ. এক জোড়ায় জন্মগ্রহণ কৃত পুত্র-কন্যার সাথে অন্য জোড়ার কন্যা-পুত্রের বিয়ে দিতেন। এভাবেই এ বিয়ের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। অবশ্য তার পুত্র হাবিল এবং কাবিলের মধ্যে এ নিয়ে ঝগড়ায় এক পর্যায়ে কাবিল হাবিলকে হত্যা করে এবং তার জোড়ায় জন্মকৃত কন্যাকে বিয়ে করে। পরবর্তীতে আলণ্ঢাহ তা'আলার হুকুমে হাবিলের সাথে জোড়ায় জন্মপ্রাপ্ত কন্যার জন্য হযরত শীষ (আ.) এককভাবে আদম ও হাওয়া আ. এর ঔরসে জন্মলাভ করে। এভাবেই পৃথিবীতে বিয়ের মধ্য দিয়েই মানব বংশ বিস্তারের সূচনা হয়।[১৯]

এ ধারাবাহিকতায় রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) এর সময়েও বিয়ের প্রচলন ছিল। তবে আদম আ. এর পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতি বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার ও বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত ছিল এটিও স্বীকৃত সত্য। এটি মূলত: তাদের হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুতির কারণেই হয়েছিল। লূত (আ.) এর সম্প্রদায় এর উজ্জল দৃষ্টান্ত। তারা শুধু বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার নয় বরং সমকামিতায় অভ্যস্ড় হয়ে পড়েছিল। ফলে আলণ্ঢাহ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন। মহান আলণ্ঢাহ তাদের ব্যাপারে বলেন- **أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ** 'দুনিয়ায় কেবল তোমরাই এমন যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাও। আর তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের আলণ্ঢাহ সৃষ্টি করেছেন তাদের পরিত্যাগ করছ? বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী লোক।[২০]

কিন্তু ইব্রাহীম (আ.) এর জাতির মধ্যে তখনও ইসলাম সম্মত বৈধ বিবাহ চালু ছিল। এমনকি বিবিধ বিকৃত বৈবাহিক পদ্ধতি যুক্ত হলেও মৌলিক বিবাহরীতি ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্ম থেকে মুহাম্মদ (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) এর যুগ পর্যন্ত চালু ছিল। এ ব্যাপারে ইসলামী বিশ্বকোষে এসেছে-

> আর জাহেলোী যুগে বিবাহের প্রায় ৮ টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইসলাম তন্মধ্যে একটি পদ্ধতি ব্যতীত অন্য সমস্ত পদ্ধতি অবৈধ ঘোষণা করে। বিবাহের এ পদ্ধতিই অভিজাত আরব বিশেষত কুরাইশ ও বনু হাশিম গোত্রে চালু ছিল এবং ইহা ছিল ইব্রাহীম (আ.) এর ধর্মাদর্শের অবশিষ্ট নিদর্শনাবলীর অন্যতম।[২১]

অবশ্য আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এর সূত্রে ৪টি বিবাহ রীতি জাহিলোী যুগে চালু ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এক ধরনের বিবাহকে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। যা ইজাব কবুলের মাধ্যমে স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। আর এ বিবাহই মুসলিম সমাজে বর্তমানে প্রচলিত। অন্য ৩ ধরনের বিবাহ ছিল-

i) একজন তার স্ত্রীকে হায়েজ থেকে পবিত্র হলে সম্ভ্রান্ত কোনো পুরুষের নিকট পাঠাত যৌনাচার করার জন্য। এমনকি তার গর্ভ প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সে নিজে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকত। এটি করা হত মূলত ভাল সন্তানের প্রত্যাশায়।

ii) একজন মহিলোার সাথে একটি দল (দশ জনের কম) বিভিন্ন সময়ে সহবাসে মিলিত হত। এক পর্যায়ে সে গর্ভবতী হয়ে যেত এবং সন্তান প্রসব করলে সে সহবাসকারী সবাইকে ডেকে পাঠাত। সবাই আসতে বাধ্য থাকত। মহিলোা সন্তানের পিতা হিসেবে যার দিকে ইশারা করত সে তার পিতা বিবেচিত হত এবং সামাজিকভাবে সে পুরুষ এটি অস্বীকার করতে পারত না।

iii) একজন মহিলোার নিকট অসংখ্য লোক গমন করত। মূলত এরা ছিল পতিতা। এক পর্যায়ে মহিলোা গর্ভবতী হত এবং সন্তান প্রসব করত। তখন সহবাসকারী সবাইকে একত্রিত করা হত এবং এ ব্যাপারে বিষেশজ্ঞ একজনকে ডাকা হত যিনি ওই পুরুষদের মধ্য থেকে সন্তানের সাদৃশ্যতা বিবেচনা করে পিতৃত্ব নির্ধারণ করতে পারতেন। তিনি যাকে নির্ধারণ করতেন তিনি সন্তানের পিতা বলে বিবেচিত হত।

ইসলাম এ সব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একমাত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন বিয়েকেই বৈধতা দিয়েছে।[২২]

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব

ইসলামে বিবাহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিবাহ করার ব্যাপারে নির্দেশ, উৎসাহ বিবিধ ভাষায় বিবৃত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

সকল নবী-রাসূল (আ.) বিয়ে করেছেন:

বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণ সকল রাসূলের প্রতি আলণ্ঢাহ তা'আলার এক বিশেষ রহমত ও দান ছিল। মহান আলণ্ঢাহ বলেন- **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ** 'হে নবী তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।[২৩]

আলণ্ঢাহ তাআ'লার নির্দেশ:

মহান আলণ্ঢাহ বলেন- **فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** 'তোমরা নারীদের মধ্যে থেকে যাকে ভাল লাগে বিয়ে কর দুই, তিন অথবা চারজন। তবে তোমরা যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।'[২৪] আলণ্ঢাহ তা'আলা আরো বলেন:- **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ** 'তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত ব্যক্তিদের এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সচ্চরিত্র তাদের বিয়ে দাও।[২৫]

রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) এর নির্দেশ:

রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) এর হাদিসে এসেছে- **يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء** আব্দুলণ্ঢাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূল সা. বলেছেন- হে যুবকসকল তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ আছে তারা বিয়ে কর। কেননা এটি চক্ষুকে অধিক অবনমনকারী এবং

লজ্জাস্থানের অধিক সংরক্ষক। আর যার সামর্থ নেই সে যাতে রোযা রাখে এটি তার যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে।[২৬]

বিবাহ বহির্ভূত জীবন গ্রহণ সুন্নাতবিরোধীঃ
কয়েকজন লোক রাসূল সা. এর বাসায় এসে তার ইবাদত সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে, নিজেরা সারা বছর রোযা রাখা, সারা রাত ইবাদত করা এমনকি বিবাহমুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিলে রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- **أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني** 'আমি আলণ্ঢাহ সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তোমাদের অপেক্ষা তাকে বেশী ভয় করি। তা সত্ত্বেও আমি যেমন রাত জাগরণ করে ইবাদাত করি তেমনি ঘুমাইও। আমি রোযাও থাকি, রোযা ভাঙ্গিও, আর স্ত্রী গ্রহণ করে দাম্পত্য জীবন যাপনও করছি, এ হচ্ছে আমার নীতি ও আদর্শ, অতএব যে তা পরিহার করবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।'[২৭]

রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) খাসি হতে নিষেধ করেছেনঃ
হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন- উসমান ইবনে মাযউন (রা.) স্ত্রী সংসর্গহীন জীবন গ্রহণ করতে চাইলে রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসি করে নপুংসক হয়ে যেতাম।[২৮] এজন্য ইসলামে বৈরাগ্যবাধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিবাহের বিধান

উলিণ্ঢখিত আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ঈমাম দাউদ জাহেরী সহ আহলে জাহেরদের মতে বিয়ে করা নামাজ রোযার মতই ফরজে আইন। এমনকি কেউ বিয়ে করা থেকে বিরত থাকলে সে গুনাহগার হবে।[২৯]

তবে প্রসিদ্ধ মাজহাব সমূহের ঈমামগণ বিষয়টিকে অবস্থার প্রক্ষিত বিবেচনায় বিভিন্ন হুকুমের অন্ড়র্ভূক্ত করেছেন। তারা কিছুটা মতপার্থক্য সহ বিয়েকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরুহ এবং হারাম এ কয়েকটি পর্যায়ে বিভিক্ত করেছেন-

ফরজ/ওয়াজীব

ঈমাম মালেক (র.) বলেন- ৩ টি শর্তের ভিত্তিতে বিয়ে করা ফরজ সাব্যস্ত হবে।
১. বিয়ে না করলে যদি যেনায় পতিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে।
২. বিয়ের বিকল্প হিসেবে রোযা রাখতে অসমর্থ হলে অথবা রোযা যৌনতা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট না হলে।
৩. দাসী কেনার মাধ্যমে যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে না পারলে।

উলিণ্ঢখিত অবস্থায় বিয়ে করা ফরজ সাব্যস্ত হবে। এরূপ অবস্থায় ঈমাম শাফেয়ী ও ঈমাম আহমদ (র.) এর নিকটও বিয়ে করা ফরজ বা ওয়াজীব সাব্যস্ত হবে।

তবে ঈমাম আবু হানীফা (র.) ফরজ সাব্যস্ত হতে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাকে চতুর্থ শর্ত হিসাবে উলেণ্ঢখ করেছেন। তিনি আবার যেনায় পতিত হওয়ার আশংকা না থাকা অবস্থায় যদি বিবাহের প্রতি আগ্রহ থাকে আর বাকী ৩টি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে বিয়ে করা ওয়াজীব সাব্যস্ত করেছেন।

সুন্নাত/মুস্তাহাব

আর যদি বিবাহের শারিরীক ও আর্থিক সামর্থ থাকাবস্থায় যেনায় নিপতিত হওয়া থেকে ব্যক্তি নিরাপদ থাকে। এ অবস্থায় বিয়ে করা সুন্নাত বা মুস্তাহাব।

তবে এ অবস্থায় বিয়ে না করে নফল ইবাদতে রত থাকা ঈমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট উত্তম। তিনি দলিল হিসেবে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) এর প্রশংসায় আলণ্ঢাহর বাণীকে গ্রহণ করেছেন। আলণ্ঢাহ বলেন- وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ এবং নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পূণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।[৩০]

হারাম

যদি ব্যক্তি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, মহর ইত্যাদি পরিশোধে অসমর্থ হয় অথবা যৌন ক্রিয়ায় অসমর্থ হয় এ অবস্থায় বিয়ে করা হারাম সাব্যস্ত হবে। কারণ এ অবস্থায় বিয়ে করা একজন নারীর প্রতি জুলুম। আর জুলুম ইসলামে হারাম।

মাকরুহ

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বা যৌন অসমর্থ অবস্থায় স্ত্রী যদি ধনী হয় এব যৌন ক্রিয়ায় তার প্রবল ইচ্ছা না থাকে এ অবস্থায় বিয়ে করা মাকরুহ হবে। তবে যদি এ অবস্থায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য বা বৈবাহিক সম্পর্কে শিথীলতার আশংকা থাকে তাহলে মাকরুহের পর্যায় আরো কঠিন হবে।

মুবাহ/ জায়েজ

উলিণ্ঢখিত বাধ্য-বাধ্যকতা বা আশংকা মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা মুবাহ। তবে ঈমাম মালেক ও ঈমাম আবু হানীফা (র.) এর নিকট বিয়ে করা উত্তম।[৩১]

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সুফল

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অনেক উপকারিতা রয়েছে।
১. পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
এর মধ্য দিয়ে পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পবিত্র কুরআনে যাকে দূর্গ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে **مُحْصِنِينَ** আর মহিলোাদেরকে বলা হয়েছে **مُحْصَنَاتٍ** অর্থাৎ সুরক্ষিত পুরুষ ও মহিলোাগণ।[৩২] দূর্গের অভ্যন্তরে বসবাস যেমনি নিরাপদ ও আশঙ্কামুক্ত, শত্রুর পক্ষে এটি দুর্ভেদ্য তেমনি পরিবার ও নারী-পুরুষের অশণ্ঢীল ও অসৎ জীবন যাপনের সংরক্ষক।

২. নৈতিকতার সংরক্ষণ
বিবাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একজন নারী-পুরুষের নীতি-নৈতিকতা সংরক্ষিত হয়। এটি ব্যক্তির চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে । ব্যক্তিকে যেনা ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। রাসূল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) বলেন- 'হে যুবক সকল তোমাদের যাদের সামর্থ আছে তোমরা বিয়ে কর। কেননা এটি চক্ষুকে অধিক অবনমন কারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক সংরক্ষক। আর যার সামর্থ নেই সে যাতে রোযা রাখে এটি তার জন্য আত্মরক্ষা।'[৩৩]

আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ** 'তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে ইহা তাদের জন্য।'[৩৪]

৩. মানববংশ বৃদ্ধি

বিয়ের মাধ্যমে মানব বংশ বৃদ্ধির সূচনা হয়। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** 'হে মানবমণ্ডলী আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে এবং তোমাদের পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি।'[৩৫]

রাসুল (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) বলেন- **تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

'তোমরা প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান জন্মদান কারীনি মহিলোাকে বিয়ে কর। কেননা কিয়ামতের দিন আমি নবীদের মধ্যে তোমাদের নিয়ে অধিক উম্মতসহ উপস্থিত হব।'[৩৬]

৪. বংশধারা সংরক্ষণ

বিবাহের মাধ্যমে মানব বংশধারা সংরক্ষিত হয়। অন্যথায় বিশ্ব জারজ সন্তানে ভরে যাবে।

রাসূল সা. বলেন- **الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ** 'বিছানা যার (স্বামী) সন্তান তার আর ব্যভিচারির জন্য পাথর।'[৩৭]

৫. সন্তানাদির সুষ্ঠু লালন পালন

সন্তানাদির সুষ্ঠু লালন-পালন, তাদের সঠিক মেধা বিকাশ, তাদের সাথে পতিা মাতার স্নেহ, মমতাময় সম্পর্ক স্থাপন একমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই সম্ভব।[৩৮]

৬. যৌন স্পৃহার পরিতৃপ্তি

বিবাহিত হয়ে পারিবারিক জীবন-যাপনের মাধ্যমেই যৌন মিলনের স্বাভাবিক, অদম্য ও অনিবার্য স্পৃহা সঠিকভাবে এবং পূর্ণ শৃঙ্খলা, নির্লিপ্ততা ও নির্ভেজাল পরিতৃপ্তি সহকারে পূর্ণ হতে পারে।[৩৯]

৭. পারিবারিক সুখ শান্তি ও স্থায়ী জীবনসঙ্গী

মানুষের জীবনে সুখ ও দু:খের আবর্তন হয়েই থাকে। ফলে তার এমন একজন সঙ্গী দরকার যে সবসময়, সকল ক্ষেত্রে, সব অবস্থায় তার সহচর হয়ে ছায়ার মত এবং অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব পালন করবে। যা একমাত্র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাধ্যমেই পূর্ণভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। মহান আলণ্ঢাহ বলেন- **وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا** 'এবং তার থেকেই তার জুড়ি বানিয়েছেন যেন তার কাছ থেকে মনের শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে।'[৪০]

৮. পারস্পরিক গোপনিয়তার সংরক্ষক

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের গোপন বিষয়ের সংরক্ষক। ইসলাম পরস্পরকে পরস্পরের দেহাবরণ বা পোষাক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন- **هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ** 'তারা তোমাদের জন্য পোষাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোষাক।'[৪১]

৯. শারীরিক সুস্থতা

বিবাহের মাধ্যমে শারীরিক অনেক রোগ দূরিভূত হয়। মানুষের শুক্র তার দেহ থেকে স্বাভাবিকভাকে বের হতে না পারলে তা শরীরকে অসুস্থ করে তুলে। শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ মুহাদ্দেস দেহলোভী র. বলেন- 'জেনে রেখ শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব বেশী হয়ে যায় তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়।'[৪২]

বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডা. নাফীসীর মতে- এর ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরনের ব্যাধীর সৃষ্টি হতে পারে।[৪৩]

১০. দীর্ঘজীবন লাভ

লন্ডনের দৈনিক মেল পত্রিকা ১৯৯২ সালের ১৮ জুন হার্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর বেন ফ্লেচারের দীর্ঘ গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছে যে, বিয়ে করা মানুষ তুলনামূলক বেশী দিন বাঁচে। যেসব মানুষ স্বামী-স্ত্রী একসাথে থাকে তাদের মধ্যে মৃত্যুহার তুলনামূলক কম।[৪৪]

এছাড়া সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রবণতা রোধ, সুন্দর সমাজ গঠন, পিতামাতা আত্নীয় স্বজনের সাথে যথার্থ সম্পর্ক রক্ষা, পারস্পরিক দায়িত্ব পালন এমনকি আখিরাতের কল্যাণের জন্য উত্তম সন্তানের দোয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ সমাজ, রাষ্ট্রের গতিধারা অব্যাহত রাখতে বিবাহ ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

বৈবাহিক সম্পর্ক হীনতার কুফল

বিবাহ সুষ্ঠু সমাজ গঠনের এক অপরিহার্য মৌলিক ভিত্তি। যে সমাজে বৈবাহিক ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে সে সমাজের চিত্র পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এর কুফল প্রত্যক্ষ করা সহজতর। আমারা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে বৈবাহিক ব্যবস্থাপনার এক ভঙ্গুর অবস্থা দেখতে পাব।

সেখানে দেখা যায় ছেলেরা মেয়েদেরকে ডেটিংয়ের মাধ্যমে শারীরিকভাবে ব্যবহার করতে। মেয়েদের বাধ্য হয়ে পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এরকম অনৈতিক সংস্কৃতি সেখানে চলে আসছে এবং অব্যাহত আছে যতক্ষণ না তদের সঙ্গী বেছে নিচ্ছে তারা। এ প্রক্রিয়া ছাড়া তাদের স্বামী পাওয়া প্রায় অসম্ভব।[৪৫] ফলে বিবাহের পূর্বেই তরুণ-তরুণীদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। বিবাহ পূর্ব এ অবাধ মেলা-মেশা এবং যৌনাকাঙ্খা চরিতার্থ করার এ সহজলভ্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকায় একজন যুবক অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে এবং একজন যুবতি সন্ড়ান প্রতিপালনের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে বিয়ে করতে চায় না। মূলতঃ বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক সহজ লভ্য হওয়াতে তারা বিবাহে কোনো নতুনত্ব পায়না। ফলে বিবাহের প্রতি যুবক-যুবতিগণ অনাসক্ত হয়ে পড়েছে। এব্যাপারে বিখ্যাত ইংলিশ ফিল্ম পডিউসর জেনিদার ডেসমন্ড এর বিয়ের অভিজ্ঞতার উলেখ খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন- 'বিয়ের রাত্রে যাকে আপনি পেলেন তার মধ্যে কোনো নতুনত্ব আপনি দেখলেন না। মনে হলো এতো আপনার আগের ব্যবহৃত সেই পোশাক, এতে উৎফুলণ্ঢ হবার কী আছে?'[৪৬]

এছাড়া নারীদেরকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে তার উপর অর্থোপার্জনের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয়ার ফলে দাম্পত্য জীবন হয়ে পড়ে বিরক্তিকর। এক ঘেয়ে কর্মক্লান্ড় দিন শেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ফিরে পরিশ্রান্ড়, বিধ্বস্থ অবস্থায়। দুদণ্ডের আবেগঘন সান্নিধ্য তাদের জন্য বড় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হয়ে গেছে হোটেলে সাময়িকভাবে কোনো প্রয়োজনে অবস্থাকারীদের মত। সকাল ৭টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ড় দুজনই ব্যস্ড়। রাতে ঘুমানোর পূর্বে

কয়েকঘন্টার বাইরে তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎও হয় না। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ডায়ার ঠিকই বলেছেন- 'আজ অধিক সংখ্যক স্ত্রী তাদের বৈবাহিক ও সাংসারিক ভূমিকার সাথে পেশাগত ভূমিকা জুড়ে নিয়েছে। যার ফলে দিনের শেষে অবসন্ন হয়ে পড়াটা বিরল ঘটনা নয়। আর ক্লান্ড়ি যৌন আকাঙ্ক্ষার জন্য অনুকূল নয়।'[৪৭]

ফলে পাশ্চাত্যে বিয়ের হার দিন দিন কমে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে দৈনিক দি টাইমস প্রকাশ করে ১৯৮১ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে বৃটেনে বিবাহের হার ৪.৯% কম[৪৮]। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৬ সার পর্যন্ড় হিসেব করলে ২০০৫ সালে দেশে বিয়ে হয়েছে সব চেয়ে কম। পরিসংখ্যাণে বলা হয়েছে জনসংখ্যা বাড়ছে, সে সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিবাহ যোগ্য লোকের সংখ্যা। কিন্তু সমস্যা হলো বেশি লোক বিয়ে করছে না।[৪৯]

তাছাড়া বিয়ের হার কমার পাশাপাশি ডিভোর্সের সংখ্যাও বাড়ছে প্রবলভাবে। সামান্য কারণেই বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের ঘুমের মধ্যে নাক ডাকায় অন্যজন বিরক্ত হওয়া বা তাদের একজনের কুকুর অন্যজনের পছন্দ না হওয়ার মতো তুচ্ছ কারণেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার, বিবাহ বিচ্ছেদ আজ পাশ্চাত্য সমাজকে বিষিয়ে তুলেছে। বহু উপসর্গে তা আজ প্রকাশিত হচ্ছে মহামারি আকারে। নিম্নে কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

১. বিকৃত যৌনাচার

আজ পাশ্চাত্যে অনেকে যৌন ক্ষুধা নিরাময়ে সমমৈথুন বা পুংমৈথুনের পথ আবলম্বন করছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী- পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এ রোগ বর্তমানে মারাত্মক ও সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার ড. কিন্সে দীর্ঘ গবেষণা করে ১৯৪৮ সালে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে তিনি বলেন- 'আমেরিকায় পুরুষদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও বেশী লোকের মধ্যে এ রোগ অতি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বৃটেনে তো প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে একে আইনসিদ্ধ করে নেয়া হয়েছে। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমন্ড ফ্রয়েড তার Psychology of Everyday life গ্রন্থে লিখেছেন 'এ সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দু:খ ও চিন্ড়া ভারাক্রান্ড়তা এবং শেষ পর্যন্ড় অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয়।[৫০]

২. শারীরিক নির্যাতন

পাশ্চাত্যে আজ পরিবারেও নারী নির্যাতনের শিকার। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কলম্বিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১০টি দেশে ব্যাপক জরিপ পরিচালনা করে দেখা গেছে প্রতি ৩ জন নারীর মধ্যে একজন ঘনিষ্ট কোনো পুরুষের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ঘনিষ্ট জন হলো স্বামী।[৫১]

৩. কুমারী গর্ভবতী ও গর্ভপাত

প্রত্যেক দিন আমেরিকায় ২০ বছরের কম বয়সী ২৭০০ বালিকা গর্ভবতী হয় এবং ১৩০০ জন সন্ড়ান জন্ম দেয়। বাকী গুলোর সমাপ্তি ঘটে গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যার মধ্য দিয়ে। ১৯৫০ সালে যেখানে কুমারী মাতার সংখ্যা ছিল ১৫.৪%, ১৯৭০ সালে তা এর দ্বিগুণ আর ১৯৮৬ সালে তা ৬০.৮% এ এসে দাঁড়ায়। ২০০৮ সালে ২০ বছর হওয়ার আগেই প্রতি ১০ জনে ৩ জন গর্ভবতী হয়েছে।[৫২]

৪. ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ণ

এটি আজ পাশ্চাত্যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌন নিপীড়ন (ধর্ষণ নয় এরূপ) এর ঘটনা ঘটে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার আর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় ২ লক্ষ (গড়ে প্রায় আড়াই মিনিটে ১টি)।[৫৩]

কানাডায় প্রায় ৫৪% নারী বলেছেন তারা ১৬ বছর বয়েসে পদার্পনের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[৫৪]

৫. পিতৃ-মাতৃ স্নেহবঞ্চিত শিশু কিশোরদের মানসিক শূণ্যতা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে আজ সন্ড়ানরা ডেকেয়ারে লালিত পালিত হয়। ফলে পিতৃ-মাতৃ স্নেহবঞ্চিত একটি শিশু মানসিক শূণ্যতায় ভোগে। শেষ পর্যন্ড় অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে এবং হত্যাকান্ডে মেতে উঠে। মনোবিজ্ঞানী স্টিফেন ক্লিনবাগ বলেন- 'আমরা গড়ে তুলেছি বাচ্চাদের এমন এক প্রজন্ম যার গোটাটাই ভুগছে অবহেলোয়। স্কুল থেকে বাসায় গিয়ে তারা কাউকে পায়না। এ ধরনের অবহেলাো ও বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে পারে এক ধরনের মানসিক কাঠিন্যতা যা তাকে সহজেই গড়ে তুলতে পারে হিংস্র ও সন্ত্রাসী করে।[৫৫]

১৯৯৯ সালে স্কটল্যান্ডে টমাস হ্যামিলটন নামের এক কিশোরের গুলোতে কিন্ডার গার্টেনে ১৬ টি শিশু মারা যায়। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬ হাজার বালককে অস্ত্র ও বোমা সঙ্গে আনার অপরাধে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হয়।[৫৬] এরূপ হত্যাকান্ড পাশ্চাত্যে প্রায়ই সংঘটিত হয়।

৬. পারিবারিক অবহেলাো ও হত্যাকান্ড

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর যত হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় তার ১১% শিশু সন্ড়ান হত্যা। ৪বছরের কম বয়স্ক যত শিশু প্রতিবছর পড়ে গিয়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, গলায় খাবার আটকে এবং গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় তার চেয়ে বেশী শিশু মারা যায় পারিবারিক দুর্ব্যবহার ও অবহেলোয়।[৫৭]

৭. অবহেলিত বৃদ্ধা পিতা-মাতা

পারিবাকি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় আজ সেখানে বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতা ওল্ডহোমে জীবন অতিবাহিত করেন। বঞ্চিত হয় সন্ড়ান-সন্ততির সেবা শুশ্রূসা থেকে। সহচার্য পান না স্বীয় নিকটত্মীয়ের। সন্ড়ান-সন্ড়তিগণ বিশ্ব মা ও বাবা দিবসে মা বাবার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শণ করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে।

৮. মারাত্মক রোগ ব্যাধির আক্রমণ

অবাধ যৌনতার ফলে পাশ্চাত্য আজ নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ড়। এর অন্যতম হচ্ছে এইড্স। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন এর সূত্র মতে ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৬ হাজার ৩০০ জন লোক এইচআইভিতে আক্রান্ড় হয়। সর্বশেষ গবেষণা মতে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন যারা সংক্রমিত হয়েছে তাদের ৫৩% সমকামী, ৩১% উভকামী ও বহুগামী পুরুষ আর ১২% মাদকাশক্ত।[৫৮]

পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় পাশ্চাত্য আজ ভারাক্রান্ড়, দিশেহারা। তথ্য প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি সত্বেও আজ অশান্ড়িতে ভরে গেছে সমাজ জীবন। তারা আজ তাদের অবস্থা নিয়ে অনুতপ্ত। তারা এ অবস্থা থেকে তরুণ-তরুণীদের ফিরিয়ে রাখতে নিচ্ছে নানা উদ্যোগ। লন্ডনের দি ডেইলি মেইল'৯২ সালে সদ্য বিবাহিত মহিলোদের উপর চালিত জরিপের রিপোর্টে বলছে মাত্র ৪%

মহিলোা তারা বিয়ের রাত পর্যন্ড় কুমারী ছিল। তবে ৮০% নারী তার অতীত নিয়ে দু:খ প্রকাশ করেছে।[৫৯]

দি ডেইলি টাইম্‌স লন্ডন ১৯৮৮ সালে প্রকাশ করেছে ডেনগার শহর কর্তৃপক্ষ কিশোরী গর্ভপাত ঠেকাতে দৈনিক ১ ডলার করে মাসিক ৩০ ডলার পুরষ্কার ঘোষণা করেছে। মাস শেষে গর্ভবতী নয় এমন প্রমাণ পত্র দেখিয়ে ৩০ ডলার নিয়ে আসবে প্রত্যেক স্কুল ছাত্রী। কতৃপক্ষ বলেছে অল্পদিনের মধ্যেই টিনএ্যাজ প্রেগনেন্সির হার ব্যাপক হারে কমে গেছে।[৬০] তাই তাদের মেয়েরাই আজ চিৎকার করে বলছে এত দিন যা করেছি তা ছিল ভুল। আমারা যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম তা ছিল ধ্বংসের, অন্ধকারের। তারা আবার ফিরে আসতে চাচ্ছে পুরাতন ব্যবস্থা বিয়ে-পরিবারের দিকে।[৬১]

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পরিধি

ইসলাম মানবজীবনের প্রকৃতির দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈধ সীমারেখার মধ্যে নারী-পুরুষের যৌনক্রিয়ার অনুমতি দিয়েছে। যা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা, বিধি-নিষেধের মাধ্যমে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত এ সীমা বা পরিধিকে আমারা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি-

১. নারী-পুরুষের দিক থেকে-
২. সংখ্যার দিক থেকে-
৩. স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ সম্পর্কের দিক থেকে-
৪. সাময়িক/অস্থায়ী নিষিদ্ধ সম্পর্কের দিক থেকে-
৫. আন্তঃধর্মীয় (দ্বীনি সম্পর্কের) দিক থেকে-

নারী-পুরুষের দিক থেকে পরিধি

ইসলামী শরীয়ায় শুধুমাত্র পুরুষ মহিলোর বৈবাহিক সম্পর্ককেই অনুমোদন করেছে। পবিত্র কুরআনে আলণ্ঢাহ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের মধ্যে থেকে কাউকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আলণ্ঢাহ সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে বলেন- **فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم**

এছাড়া পবিত্র কুরআনের আরো বহু আয়াতে নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের কথাই বলা হয়েছে[৬২]

পুরুষ-পুরুষ অথবা নারী-নারীতে সমকামী বিবাহকে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এমন কি লুত (আঃ) এর জাতি পুরুষগামী হওয়াতে তাদের উপর গযব নাযিল করে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[৬৩]

সংখ্যার দিক থেকে

ইসলাম প্রকৃতির সাথে পুরোমাত্রায় সামঞ্জস্যশীল একটি জীবন বিধান। ইসলাম প্রয়োজনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির ক্ষেত্রে এক বাস্তব সম্মত বিধান দিয়েছে।

ইসলাম পূর্ব যুগে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মানুযায়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু সংখ্যক মহিলোকে তাদের এক ব্যক্তির স্ত্রীত্বে গ্রহণ করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনো কোনো সময় তাদের সংখ্যা দশ জনকেও ছড়িয়ে যেত এমনকি একশ, দু'শ, তিনশ পর্যন্তও পৌঁছে যেত এবং তাতে কোনোরূপ শর্তারোপ করা

হতো না, থাকত না কোনো বাধা-বন্ধন। Encyclopedia Britanninca তে বলা হয়েছে- 'As an institution of polygeny exists in all parts of the world'. কিন্তু ইসলাম এসে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি শর্ত, নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।[৬৪]

ইসলাম এক্ষেত্রে একসঙ্গে ও এক সময়ে চারজন স্ত্রী গ্রহণের শেষ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। গাইলান আস সাকাফী নামক একজন সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করলে তখন তার দশজন স্ত্রীলোক ছিল। রাসূল যা তাকে বলেন-

"তুমি তাদের মধ্য থেকে চারজন গ্রহণ কর আর অবশিষ্টদের বিচ্ছিন্ন করে দাও।"[৬৫]

তবে এক্ষেত্রে আবশ্যই স্বামী সকলের মাঝে সমতা বিধান ও ন্যায় বিচার করতে হবে। পোশাক পরিচ্ছেদ, ব্যবস্থান বাস-সামগ্রী, খাদ্য, সঙ্গদান, মিল-মিশ, হাসি-খুশীর ব্যবহার, কথা-বর্তা বলা ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর কর্তব্য।[৬৬]

কেননা কখনো কখনো একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন সামাজিক প্রয়োজনে-

i) স্বাভাবিক অবস্থায় কোথাও পুরুষের চেয়ে নারী বেশী হয়ে গেলে।
ii) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পুরুষ বেশী মারা গেলে।

আবার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও হতে পারে-

i) স্ত্রী বন্ধা হলে এবং স্বামী সন্তান চাইলে।
ii) স্ত্রী যদি এমন কোনো দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক বা স্বাভাবিক ঘৃণা উদ্রেককারী রোগে আক্রান্ত হয় তখন তাকে তালাক না দিয়ে সাথে অন্য স্ত্রী গ্রহণ বেশী যুক্তিযুক্ত।
iii) স্বামীকে যদি পেশাগত কারণে অধিক সময় প্রবাসে কাটাতে হয় এবং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সাথে নিতে সক্ষম না হয়।
iv) স্বামী যদি অধিক পৌরুষের অধিকারী হন এবং একজন স্ত্রী তার জন্য যথেষ্ট না হয় (স্ত্রীর প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যও হতে পারে) আবার তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ সম্ভব না হয় বরং অপরাধে নিপতিত হওয়ার আশংকা থাকে। এ সকল অবস্থা থেকে মুক্তির যৌক্তিক ও বাস্তব বিকল্প একমাত্র বিয়েই হতে পারে।

তবে অধিক বিবাহের কুফলও অনেক। যেমন-

i) সতিনদের মধ্যে হিংসা প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ দাম্পত্য জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।
ii) সতিনদের হিংসা বিদ্বেষ সন্তানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয় এবং কখনও কখনও বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে।
iii) খোরপোষ ও আচার-ব্যবহারে ন্যায় বিচার বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ভালবাসার ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে সতিনদের প্রতিযোগিতা অসহনীয় হয়ে ওঠে।[৬৭] এসব সমস্যা মোকাবেলা করতে না পারলে তার জন্য একজন স্ত্রী গ্রহণই শ্রেয়। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** 'আর তদের মধ্যে সুবিচার করতে

পারবে না বলে যদি ভয় করো, তাহলে তোমরা একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবে অথবা তোমাদের মলিকানাভুক্ত দাসীদের ব্যবহার করবে।'[৬৮]

তবে নবী করীম সা. এর নিজের জন্য এক সঙ্গে নয়জন স্ত্রী রাখার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আলণ্ঢাহ তা'আলা দাওয়াতী কাজ, রাজনৈতিক প্রয়োজন, তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের ব্যাপকতা ও বিশুদ্ধতা নির্ণয় এবং তার অন্তঃধানের পর মুসলিম উম্মতের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এরূপ করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন।[৬৯]

স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ সম্পর্কের দিক থেকে

ইসলাম কিছু সংখ্যক নারীদের সাথে স্থায়ী ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের সম্পর্ক স্থাপন হারাম হওয়ার কারণ ৩ টি।

১. বংশগত সম্পর্ক
২. বিয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক
৩. দুধপানের মাধ্যমে সম্পর্কিত

বংশগত সম্পর্ক

বংশগত সম্পর্কের কারণে নিষিদ্ধ নারী ৭ জন।

১) মাতা- গর্ভধারিনী, দাদী-নানীও অনুরূপ ভাবে হারাম।

২) কন্যা- পুত্রের কন্যা, মেয়ের কন্যাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, এভাবে এ তালিকা যত লম্বাই হোক না কেন।

৩) ভগ্নি- সহদোরা হোক বা মাতা-পিতা যে কোনো একদিক থেকে হোক।

৪) ফুফু-পিতার বোন, পিতা বা নানার বোনও অন্তর্ভূক্ত।

৫) খালা-মার বোন, দাদা বা নানীর বোন ও অন্তর্ভূক্ত।

৬) ভাইদের কন্যা- এ তালিকা যত নিম্নগামীই হোক

৭) বোনের কন্যা- অনুরূপ।

আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন-**حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ**

'তোমাদের উপর বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে- তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের কন্যা ও বোনের কন্যা।'[৭০]

বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্ক

বিয়ের মাধ্যমে সম্পর্কিত যেসব মহিলোার সথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ তাদের সংখ্যা ৪ জন।

১. শাশুড়ী- স্ত্রীর মা, স্ত্রীর নানী, স্ত্রীর দাদী এভাবে যত উর্ধ্বে তালিকা দীর্ঘায়িত হোক

২. স্ত্রীর কন্যা- যে স্ত্রীর সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কার্যকর হয়েছে তার কন্যা স্বামীর জন্য হালাল নয়। যদি যৌন সম্পর্ক বাস্তবে কার্যকর না হয় তাহলে তার কন্যা স্বামীর জন্য হারাম হবে না। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** 'তোমাদের স্ত্রীদের মা'দের ও হারাম করা হয়েছে আর তোমাদের সে সব স্ত্রীদের গর্ভজাত মেয়েরাও হারাম যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে তাদের কন্যাকে বিয়ে করাতে কোনো দোষ নেই।'[৭১]

৩. স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী-

স্বীয় ঔরস জাত পুত্রের স্ত্রীও হারাম। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ**

'তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরও হারাম করা হয়েছে।'[৭২] তবে পালিত পুত্রের স্ত্রী হারাম নয়। কোনো ছেলেকে লালন পালন করলেও সে আপন ঔরসজাত সন্তান হয়ে যাবে না। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ**

'তোমাদের মুখ ডাকা পুত্রকে প্রকৃত পুত্র বনিয়ে দেয়া হয়নি। কেননা তাতো শুধু তোমাদের মুখের কথা মাত্র।[৭৩]

৪. পিতার স্ত্রী-

পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী হোক কিংবা রেখে মারা গিয়ে থাক উভয় অবস্থায় একই বিধান। জাহেলোী যুগে এ নীতি চালু ছিল। ইসলাম তা হারাম ঘোষণা করেছে। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন-

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা আশালীন কাজ এবং নিকৃষ্ট আচারণ।'[৭৪]

তবে পিতা কর্তৃক যিনাকৃত মহিলোাকে সন্তান কর্তৃক বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে এক্ষেত্রে হানাফী স্কুলের ফকীহদের মতে তারাও পিতার স্ত্রীর মত হারাম হবে। তবে জমহুরের মতে তারা হারাম হবে না।[৭৫]

দুধপানের মাধ্যমে সম্পর্কিত

বংশগত কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে দুধ পানের কারণেও ওই সকল মহলিাকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- **وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ** 'এবং তোমাদের দুগ্ধদায়িনী মাদেরকে এবং তোমাদের দুধ-বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।[৭৬] হাদীসে এসেছে- **ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب** বংশ সম্পর্কের দর ণ যা যা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা তা হারাম হয়ে যাবে।[৭৭]

এক্ষেত্রে দুধপান অবশ্যই শৈশব কালে (সন্তানের বয়স দু'বছরের মধ্যে) হতে হবে। অবশ্য ঈমাম আবু হানিফা র. ২ বৎসর ৬ মাসের কথা বললেও সাহেবাঈন অন্য তিন ঈমামের মতানুযায়ী দু'বছরের মতই পেশ করেছেন। আবার সন্তান কর্তৃক মায়ের দুগ্ধ চোষণের সংখ্যা নিয়েও ঈমামগণ মতভেদ করেছেন। হানাফী ও মালেকী ফকীহ গণ চোষণ সংখ্যাকে ধর্তব্য মনে করেননি। অন্য দিকে ঈমাম শাফেয়ী ও আহমদ র. এর প্রকাশ্য মতানুযায়ী সন্তানের কমপক্ষে পাঁচ চোষণ দুধপানকে শর্ত করেছেন। আবার ঈমাম দাউদ জাহেরী ও ঈমাম আহমদ র এর অন্য মতানুযায়ী কমপক্ষে তিন চোষণ হওয়া আবশ্যক মনে করেছেন। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা সম্বলিত হাদিস থাকার কারণে বিষয়টি নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মাজহাবে বিভিন্ন মত অগ্রাধিকার পেয়েছে।[৭৮]

সাময়িক বা অস্থায়ী নিষিদ্ধ সম্পর্কের ভিত্তিতে

কিছু সংখ্যক মহিলোার সাথে এবং কিছু অবস্থায় সাময়িকভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন-

১. দু'বোনকে একত্রীকরণ- দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা ইসলামে জায়েজ নেই। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন- وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ 'আর দু'বোনকে একসাথে বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে। তবে যা অতীতে হয়ে গেছে।'[৭৯]

আবার দু'জন মহাররামা (ফুফুর সাথে ভাতিজি, খালার সাথে ভগ্নি) অর্থাৎ এমন দু'জন পরস্পর আত্মীয় মহিলোাকে এক সাথে বিয়ে করা হারাম যাদের একজনকে পুরুষ অন্যজনকে মহিলোা ধরে নিলে তাদের পারস্পরিক বিয়ে শুদ্ধ হয় না। রাসূল (সঃ) বলেছেন-

وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها عن ابى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه

আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত নবী (সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢাম) মহিলোা ও তার চাচী, আবার মহিলোা ও তার খালাকে একসাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।[৮০]

২. পরস্ত্রী- যেসব মহিলোা কোনো পুরুষের স্ত্রী হয়ে আছে এ অবস্থায় অপর কোনো স্বামী গ্রহণ তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম। মহান আলণ্ঢাহ বলেন- وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ 'এবং স্বামীওয়ালী সুরক্ষিতা মহিলোাদের বিয়ে করাও হারাম।'[৮১]

৩. ইদ্দত পালনকারীনি- তালাক প্রাপ্ত নারী বা স্বামী মারা যাওয়া স্ত্রীদেরকে তাদের ইদ্দত পরিসমাপ্তির পূর্বে বিয়ে করা জায়েজ নেই। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ 'আর তোমরা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তির পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা করো না।'[৮২]

৪. তিন তালাক প্রাপ্ত নারী- তিন তালাক প্রাপ্ত নারীকে সংশিণ্টষ্ট তালাক দানকারী স্বামীর জন্য ততক্ষণ বিয়ে করা জায়েজ নেই যতক্ষণ না উক্ত মহিলোা অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেখান থেকে তালাক প্রাপ্ত হয় অথবা পরবর্তী স্বামী মারা যাওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষ হয়। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'তার পর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেয় তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোনো পাপ নেই। যদি আলণ্ঢাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে, আর এ হলো আলণ্ঢাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।'[৮৩]

৫. মুহরিম অবস্থায়- ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে এ সময়ে বিয়ে করা হারাম। কেননা রাসূল সাঃ বলেন- **لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب** 'মুহরিম বিয়ে করবে না এবং তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং সে বিয়ের প্রস্তাবও দেবে না।'[৮৪]

আবার আহনাফের মতে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা যাবে তবে বাসর উদ্‌যাপন করা যাবে না। কেননা রাসূল সা. হযরত মাইমুনা রা. কে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন।[৮৫]

৬. ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারী- ব্যভিচারে অভ্যস্ত বা বেশ্যা বৃত্তিতে লিপ্ত ও প্রকাশ্যভাবে এ পেশা অবলম্বনকারী নারী বিয়ে করা কোনো ঈমানদার মুসলমানের জন্য জায়েজ নয়। ব্যভিচারী পুরুষকে ও ঈমানদার মহিলোার জন্য স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নেই। যদি না তারা খাঁটি তাওবা করে ফিরে আসে। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এবং ব্যাভিচারী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। ঈমানদার লোকদের জন্য এরা হারাম।'[৮৬]

৭. লিয়ানকৃতা[৮৭] মহিলোা- কোন মহিলোার সাথে যদি কোনো পুরুষ লিয়ান করে। তবে উক্ত মহিলোা সংশিণ্টষ্ট পুরুষের জন্য আজীবনের জন্য হারাম হয়ে যাবে। রাসূল সা. বলেন- **الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا** 'লিয়ান কারী পুরুষ ও মহিলোা আর কখনও (বিবাহ বন্ধনে) একত্রিত হতে পারবে না।'[৮৮]

আন্তঃধর্মীয় (দ্বীনিসম্পর্কের) দিক থেকে

আন্ড়ধর্মীয় বলতে ধর্মীয় পরিচয় অক্ষুন্ন রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। এরূপ বিবাহ হলো এমন এক ধরনের বিবাহ যেখানে ধর্মীয় পরিচয় ব্যতিরেকে যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথবাবে পালন করা হয় এবং সেক্ষেত্রে বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ অনুসরণ করা হয়[৮৯]। বর্তমানে আন্ড়:ধর্মীয় বা বিশেষ বিবাহ নামে এ ধরনের বিবাহ ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বর্তমান সরকার নারী নীতি ২০০০ বাস্ড়বায়নের নামে এরূপ বিয়েকে বৈধতা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। সরকার এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষিত Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) বা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বাস্ড়বায়নের বাধ্যবাধকতাকে উলেণ্ঢখ করছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে কিছু আপত্তি সহকারে (CEDAW) তে সাক্ষর করেছে। ১৯৯৭ সালে সরকার কিছু আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়।[৯০] আর সম্প্রতি বর্তমান সরকার নিজ নিজ ধর্ম অক্ষুন্ন রেখে বিবাহের বৈধতা দিয়ে দি স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্ট, ১৮৭২ এর আলোকে একটি বিশেষ বিবাহ আইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি শোনা যাচ্ছে- এ ধরনের বিবাহ রেজিস্ট্রি করার জন্য ১৮ এপ্রিল ২০১২ সালে সরকার একজন রেজিস্ট্রারও নিয়োগ দিয়েছেন।[৯১]

দেশ বরেণ্য আলেম ও মুফতিগণ এ ব্যাপারে প্রতিবাদ, বিবৃতি ও মত প্রকাশ করে বলেন- এটি চালু হলে অচিরেই দেশ ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতি হারাতে পারে। এবং দেশে একদল ধর্ম পরিচয়হীন

উচ্ছৃংখল, অসামাজিক ও জারজ প্রজন্ম গড়ে উঠবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তকে ওলামাগণ সরাসরি কুফরী বলে ফতোয়া দেন।[৯২]

অবশ্য মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া সম্প্রতি জানিয়েছেন এ ধরনের রেজিস্ট্রার নিয়োগ সরকার বাতিল করেছে।[৯৩]

বিষয়টিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে ইসলামের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে-

১. মুশরিক নারীদের বিবাহ
২. আহলি কিতাব নারীদের বিবাহ
৩. সাবায়ী সম্প্রদায়ের নারীদের বিবাহ করা
৪. অমুসলিম পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে।

১. মুশরিক নারী বিবাহ

কোন মুসলিম নারী-পুরুষের সাথে মুশরিক কোনো নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধন হারাম। এ ব্যাপারে সকল মাজহাবের ওলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে মূর্তিপূজক, নাস্তিক, বহুঈশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদীসহ সকল পৌত্তলিক এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত হবে।[৯৪] বর্তমান পৃথিবীর আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টান ও সাবায়ী সম্প্রদায় (যদিও এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে) ব্যতীত প্রায় সকল ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ই মুশরিক। তাই তাদের কারো সাথেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন মুসলমানদের জন্য জায়েজ নেই। মহান আলণ্ঢাহ বলেন-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলিম ক্রীতদাসীও মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) মুশরিকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল। যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও।[৯৫]

২. আহলে কিতাব[৯৬] নারী

আহলে কিতাব নারীদেরকে মুসলিম পুরুষদের বিয়ে করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন।

জমহুরের মতে এক্ষেত্রে জমহুর ওলামায়ে কেরাম আহলে কিতাব মহিলোাদেরকে মুসলিম পুরুষ কর্তৃক বিয়ে করা জায়েজ বলেন। আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেন-

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হলো। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে। যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্য, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। যে ব্যক্তি ঈমানের বিষয়ে অবিশ্বাস করে তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৯৭]

হযরত ওসমান রা. আয়েলা বিনতে ফারাফেসাহ আল কালবিয়্যাহ নাম্মী একজন খ্রিস্টান মহিলোাকে বিবাহ করেছেন। এমনকি সে বিয়ের পর তার নিকট ইসলামও গ্রহণ করেছিল। এ ছাড়া অন্যান্য কিছু সাহাবী থেকেও এরূপ আমল পাওয়া যায়।

এ সব বিষয়কে সামনে রেখে জমহুর ওলামা এটিকে জায়েজ বলেছেন।[৯৮]

এটি ইসলামের উদার নীতি সমূহের একটি বিশেষ দিক। এ সব আহলে কিতাবকে কাফির ও গুমরাহ বলা সত্ত্বেও নিজ নিজ ধর্মের উপর অটল থেকে এরা মুসলমানদের ঘরে স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি সমূহে বা ধর্মে এ রূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যাবে।

তবে বর্তমান যুগের ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। এসব বিষয় বিবেচনায় আধুনিক ফকীহগণ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু শর্তারোপ করেছেন। সেসব শর্তের মধ্যে রয়েছে-

ক. সে নারী কোনো একটি আসমানী ধর্মগ্রন্থে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণকারী হতে হবে। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী হওয়া আবশ্যক। তবে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে খ্রিস্টান মা-বাবার ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার পরও একজন নারী নাস্তিক বা কম্যুনিস্ট হতে পারে।

খ. সতী ও পূণ্যবতী মেয়ে হতে হবে। অনুমতি দেয়া সূরা মায়েদার উলিণ্ঢখিত ৫নং আয়াতেই 'মুহসেনাত' বা সতী-সাধ্বী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েরা যেভাবে চলছে, যেরূপ অবাধ স্বাধীনতায় পর-পুরুষের সাথে মিশছে- তাদের সচ্চরিত্রের ব্যাপারে সাক্ষী যোগাড় করা খুবই কষ্টকর হবে।

গ. কিতাবী নারী ইসলাম ও মুসলিদের শত্রু হতে পারবে না। সে ইসলামের শত্রু এমন কোনো সংগঠনের সাথে জড়িত হতে পারবে না। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে[৯৯] তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ জন্য হারবী[১০০] আহলে কিতাবদের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- তাদেরকে বিয়ে করা হালাল নয়। এ কারণে বলা যায় যতদিন পর্যন্ত ইসরাঈল এবং মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকবে ততদিন কোনো ইহুদী মহিলোাকে বিয়ে করা জায়েজ হবে না।

ঘ. কিতাবী নারীকে বিয়ে করা হলে কোনো প্রকার ক্ষতি বা ফেতনা-ফাসাদের আশংকা থাকতে পারবে না।[১০১]

উলিণ্ঢখিত শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান যুগে আহলে কিতাব মেয়ে জোগাড় করা দু:সাধ্যই বটে।

অন্য দিকে হযরত আব্দুলণ্ঢাহ ইবনে ওমর (রা.) সহ অনেক ঈমাম, আলেম আহলে কিতাব মেয়েদেরকে মুসলিম পুরুষ কর্তৃক বিয়ে করা নাজায়েজ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রা.) কে

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- হযরত ঈসা (আ.) কে খোদা বলে বিশ্বাস করার চেয়ে বড় শিরক আর কি হতে পারে?
কোন কোনো শিয়া ঈমামও এদের বিয়ে করা নাজায়েজ বলে অভিহীত করেছেন।
এ ছাড়া তাদের মধ্য থেকে মুহসানাত বা সতী-সাধ্বী মেয়ে পাওয়া কঠিন। সতি-সাধ্বী বলতে দু'টো জিনিসকে বুঝানো হয়েছে- ১. নাপাকী থেকে গোসল করা ২. যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করা।

এ দুটি বিষয়ে কোনো আহলে কিতাব নারীর ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব নয়। আবার ত্রিত্ববাদ-শিরকে বিশ্বাসী আহলে কিতাবগণ মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করাও হারাম।[১০২]

আবার কেউ কেউ তাদের বিয়ে করাকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন। কেননা স্ত্রী হিসেবে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হাদীসে এসেছে-**فاظفر بذات الدين تربت يداك** 'দ্বীনদার নারীকে বিয়ে কর, সে তোমার সাফল্যের কারণ হবে।'[১০৩]

এ থেকে বুঝা যায় কোনো আহলে কিতাব নারীর তুলনায় একজন মুসলিম নারীই মুসলিম পুরুষের জন্য উত্তম হতে পারে। তাদের বিয়ে করার মাধ্যমে দ্বীনি ব্যাপারে একজন মুসলমানের ফিতনায় পতিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।[১০৪] তাই তাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকাই উচিত।

এ তো শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা। অন্যদিকে বাস্ড়ব দিক থেকেও এটির নানা ক্ষতির দিক বিবেচনা করে তা রোধ করার সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞগণ। এ ক্ষেত্রে যে সব ক্ষতির বিষয় উলেণ্ডখ করা যেতে পারে-

ধর্মীয় ও সামাজিকবন্ধন বিনষ্ট
ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বল্গাহীনভাবে ইসলামে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই। নিজের স্বাধীনতা দিয়ে অন্যের ধর্ম, স্বাধীনতা বা সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টের কারো অধিকার নেই। কিন্তু এটি বাস্ড়বায়িত হলে ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

যেনা-ব্যভিচারের ব্যাপকতা
ধর্মীয় স্বকীয়তা নষ্ট হওয়ার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পুরো সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মহীন হয়ে যেতে পারে। ফলে যেনা-ব্যভিচারের ব্যাপকতা দেখা দিবে এবং জারজ সন্ড়ানে সমাজ ভরে যাবে।

সন্ড়ানদের মানসিক সমস্যা
এ আইন চালু হলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে দু'ধর্ম পালনকারী সন্ড়ানরা। মানসিকভাবে সে বিকারগ্রস্থ হবে। মুসলিম মা বলবেন আলণ্ডাহ একজন আবার অমুসলিম পিতা বলবেন আলণ্ডাহ তিনজন বা ঈশ্বর অসংখ্য। একজন যেটাকে সত্য বলবেন অন্যজন সেটাকে মিথ্যা বলবেন। ফলে পিতা-মাতার ঝগড়ায় সন্ড়ানের মনে ঘৃণার জন্ম নেবে।

উত্তরাধিকার সমস্যা
এছাড়া উত্তরাধিকারী হয়ে মা বাবার সম্পত্তি ভোগেও তাদেরকে ঝামেলায় পড়তে হবে। প্রচলিত আইনে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পেতেও তাদের বিপত্তি পোহাতে হবে। মোটকথা নৈরাজ্য ছাড়া উপায় নেই।[১০৫]

দাফন-কাফন সমস্যা
মৃত্যু পরবর্তী পর্যায়েও এরূপ দম্পতির সন্ড়ানদের নিয়ে সমস্যা হবে। তাদের কবর দেয়া বা দাহ করা নিয়েও বিপত্তিতে পড়তে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক একজন খ্যাতিমান প্রবাসী কথাশিল্পীর কথা তুলে ধরেন। তার স্বামী মুসলিম তিনি হিন্দু। তাদের সন্ড়ান মারা যাওয়ার পর তাকে জানাজা দেয়া হবে নাকি দাহ করা হবে তা নিয়ে প্রচণ্ড সংকট সৃষ্টি হয়েছিল।[১০৬]

তাই এ ধরনের বিয়ে সমাজে কোনো ধরনের ভাল ফল বয়ে আনতে পারে না। এটা একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে মাত্র।

রাষ্ট্রীয় করণীয়
এ ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষায় রাষ্ট্র এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

হযরত ওমর রা. এর খিলাফতকালে হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামান মাদায়েনে একজন ইহুদী মেয়ে বিয়ে করেছেন এ সংবাদ শুনে ওমর রা. তাকে চিঠি লিখেন যে- আমার এ চিঠি পাওয়ার পর তুমি সে ইহুদী মেয়েকে তালাক দিবে। কারণ আমি আশংকা করছি, তোমার দেখাদেখি সেখানকার মুসলমানগণ যিম্মী মেয়েদেরকে তাদের রূপ সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করতে শুরু করবে, ফলে মুসলমান মেয়েরা বিয়ে থেকে বঞ্চিত হবে।[১০৭]

হযরত ওমর রা. এ ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির এক বৃহত্তর কল্যাণ ও অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট ক্ষতির আশংকা লক্ষ্য করে এ নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ওমর রা. এর মত একজন খলীফার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।[১০৮]

৩. সাবায়ী সম্প্রদায়ের নারীদের বিবাহ
সাবায়ী সম্প্রদায়ের পরিচিতি নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন ঐতিহাসিক, ঈমামগণ। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন এরা হচ্ছে অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝামাঝি পর্যায়ের একটি দল। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) বলেন- এরা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভূক্ত, এরা যাবুর অধ্যয়ন করে। ঈমাম হাসান (র.) বলেন- এরা ফিরিশতাদের ইবাদত করে। হযরত ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ (র.) বলেন- এরা আলণ্ডাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, এদের কোনো শরীয়াত নেই তবে এদের থেকে কুফুরী প্রকাশ পায়নি। প্রভৃতি।[১০৯]

এদের মহিলাোদের সাথে মুসলিম পুরুষদের বিবাহ ঈমাম আবু হানিফা (র.) ও সাহেবাঈন জায়েজ বলেছেন। তারা তাদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভূক্ত বিবেচনা করেছেন। অন্যদিকে ঈমাম শাফেয়ী ও ঈমাম আহমদ (র.) বিবাহ নাজায়েজ বলেছেন।[১১০]

অবশ্য বর্তমান যুগে আহলে কিতাবদের বিয়েতেই যেখানে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি সেখানে সাবায়ীদের ব্যাপারে তো বিষয়টি আরো বেশী প্রযোজ্য।

৪.অমুসলিম পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে

এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, অমুসলিম পুরুষদের সাথে কোনো মুসলিম নারীর বিয়ে-বন্ধন জায়েজ নেই। এ ক্ষেত্রে মুশরিক, আহলে কিতাব, অন্যান্য সবাই সমান।[১১১]

মহান আলণ্ডাহ বলেন-

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ 'হিজরত করে আসা মহিলাোদের তোমরা যদি মুমিন বলে জান, তাহলে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিও না। কেননা এরা তাদের জন্য হালাল নয়, তারাও এদের জন্য হালাল নয়।'[১১২]

উপসংহার
বিয়ের মাধ্যমে পারিবারিক ব্যবস্থায় মানব সভ্যতার যে ভিত্তি গড়ে উঠেছে মুহাম্মদ সা. এর শরীয়াতের মাধ্যমে তা পূর্ণতায় পৌঁছেছে। প্রত্যেক সামর্থবান নারী-পুরুষেরই নিজেদের নীতি-

নৈতিকতা রক্ষা ও আলণ্ঢাহর বিধান পালনে যথাসম্ভব বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তবে তা হওয়া উচিত অবশ্যই আলণ্ঢাহর নির্ধারিত সীারারেখার মধ্যে। অতীত জাতিসমূহ যখনই আলণ্ঢাহর বিধান লংঘন করে যৌনাচার করেছে তখনই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। পরিণতিতে আলণ্ঢাহর গযবে নিপতিত হয়েছে মানবতা।

তাই আলণ্ঢাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে স্থায়ী মুহাররামাত মহিলোা, সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ মহিলোা বহির্ভূত সতি-সাধ্বী নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। ধর্মীয় পরিচয় অক্ষুন্ন রেখে মুসলিম নারী-পুরুষের বিবাহে যেমনি সহযোগিতা করতে হবে তেমনি আন্তঃধর্মীয় বিবাহের নামে এরূপ কুফরী বিধানের বিপক্ষে মুসলিম জাতিকে সচেতন করে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক আন্দোলন। অন্যথায় অচিরেই আমরা হয়তোবা নিজেদেরকে এক জারজ প্রজন্মের মধ্যে আবিষ্কার করবো। আলণ্ঢাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ সূরা রুম, ৩০: আয়াত - ২১।

২ শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পদিত, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০০) পৃষ্ঠা-৮৭৯।

৩ ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুতঃ দারা মাকতাবাতু হেলোোল, নতুন সংস্কারণ, সালবিহীন) পৃষ্ঠা-১৪/৩৫০।

৪ আয যুহাইলী ড. ওয়াহবাহ, *আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিলণ্ঢাতুহ* (দামেশক: দারুল ফিকর, নবম সংস্করণ,২০০৬) পৃষ্ঠ- ৭/৬৫১৪-৬৫১৫।

৫ আব্দুল মুনইম, ডঃ মুহাম্মদ আঃ রহমান, *মুজামুল মুসতালাহাত ওয়াল আলফাজ আল ফিকহিয়্যাহ* (কায়রো: দারুল ফজীলাহ, সালবিহীন) পৃষ্ঠা-৩/৪৩৯।

৬ হুসাইনী, মুহিবুদ্দিন আবুল ফয়েজ সাইয়েদ মুহাম্মদ মুরতাজা, *তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিলি কামুস* (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৫) পৃষ্ঠা- ৪/২৪০।

৭ সূরা আল আহযাব, ৩৩: আয়াত-৪৯।

৮ সূরা বাকারা ২: আয়াত-২৩০।

৯ সূরা নিসা, ৪: আয়াত-৬।

১০ *Shorter Oxford English Dictionary*, volume-1, (Newyork: Oxford University Press, Sixth edition, 2007) Page-1712.

১১ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা-১৪/১০২।

১২ আয্‌যুহাইলী, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-৭/৬৫১৩।

১৩ আল জাযাইরী, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আওয, *আল ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আরাবায়া* (কায়রো-দারু ইবনে হাইসাম, সালবিহীন) পৃষ্ঠা-৮১৩।

১৪ www.merriem-websiter.com/dictionary.marriage

১৫ ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ২০০৯) পৃষ্ঠা-৬১।

১৬ গাউসুল আজম, *প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান*, (ঢাকা: মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০৮) পৃষ্ঠা-২০৪।

১৭ ড. মু. হাবিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*- পৃষ্ঠা-২৯৬-৩০৩।

১৮ সূরা নিসা, ৪: আয়াত-১।

১৯ কুরতুবী, আবু আবদুলণ্ঢাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ, *আল জামে' লি আহকামিল কুরআন* (কায়রো: আল মাকতাবা আত তাওফীকিয়্যাহ, সালবিহীন)পৃষ্ঠা-৫/১১৮।

২০ সূরা শুআ'রা, ২৬: আয়াত-১৬৫-১৬৬।

২১ ইসলামী বিশ্বকোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা -১৪/১০২।

২২ সাইয়েদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (কায়রো: দারুল ফাত্‌হ লিল ই'লামিল আরাবী, একুশতম সংস্করণ, ২০০৯) পৃষ্ঠা- ২/৫-৬।

২৩ সূরা রা'দ, ১৩: আয়াত-৩৮।

২৪ সূরা নিসা, ৪: আয়াত-৩।

২৫ সূরা নূর, ২৪: আয়াত- ৩২।

২৬ বুখারী, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *আস সহীহ। বাবু কাওলিন নাবিয়্যি সা. মানিসতাত্বায়া মিনকুমুল বাআতা ফাল ইয়াতাযাওয়াজ......* হাদিস নং ৪৭৭৮।

২৭ বুখারী, *বাবুত তারগীবে ফিন নিকাহ*, হাদিস নং ৪৭৭৬।

২৮ *তদেব*।

২৯ আবুল হাসান, *তানজীমুল আশতাত* (দেওবন্দ: বাংলা ইসলামিক একাডেমি, ১৯৮৩) পৃষ্ঠা-২/১৬৪।

৩০ সূরা আল ইমরান, ২: আয়াত-৩৯।

৩১ ইবনে কুদামা, আবু মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ, *আল মুগনী* (কায়রোঃ মাকতাবাহ ইবনে তাইমিয়্যাহ, সালবিহীন) পৃষ্ঠা- ৬/৪৪৬-৪৪৮, আবুল হাসান, *প্রাগুক্ত* ২/১৬৪, সাইয়েদ সাবেক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২/১০-১২, আল জাযাইরী, *আল ফিক্‌হ আলাল মাজাহিলি আবরায়া*, পৃষ্ঠা- ৮১৫-৮১৬।

৩২ সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২৪,২৫; সূরা মায়িদা,৫: আয়াত-৫।

৩৩ বুখারী, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *আস সহীহ। বাবু কাওলিন নাবিয়্যি সা. মানিসতাত্বায়া মিনকুমুল বাআতা ফাল ইয়াতাযাওয়াজ......* হাদিস নং ৪৭৭৮।

৩৪ সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২৫।

৩৫ সূরা হুজরাত, ৪৯: আয়াত-১৩।

৩৬ মুসনাদি আহমাদ,হাদিস নং ১৩৫৬৯। সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩৩৮। আলণ্ঢামা ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

৩৭ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২০৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭১।

৩৮ সাইয়েদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*; পৃষ্ঠা- ২/৯।

৩৯ মাওলানা আব্দুর রহীম,*পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭) পৃষ্ঠা- ৫১।

৪০ সূরা আ'রাফ,৭: আয়াত ১৮৯।

৪১ সূরা বাকারা,২: আয়াত ১৮৭।

৪২ দেহলোভী, শাহ ওয়ালী উলণ্ঢাহ, *হুজ্জাতুলণ্ঢাহিলো বালিগাহ* (দেওবন্দ: আল মাতবাউল আশরাফী,১৩৫৫ হি.)পৃষ্ঠা- ২/১২২।

৪৩ মাওলানা আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৮৫।

৪৪ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *বিয়ে নিয়ে ইয়ে* (ঢাকা: মুনমুন পাবলিশিং হাউজ, ২০০৪) পৃষ্ঠা- ৬৪।

৪৫ শাহ আব্দুল হান্নান, *নারী ইসলাম ও বাস্তবতা* (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার পার্বিকেশন, ২০১১) পৃষ্ঠা- ৭২

৪৬ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৬১।

৪৭ Dyer, Everett D. Courship, *Marriage and Family: American Style* (USA:The Dorsey Press) Page-184.

৪৮ হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা- ৩৯।

[৪৯] *দৈনিক আমার দেশ*, ২৯ জুন, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ০৫।

[৫০] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৫১।

[৫১] খোন্দকার রোকনুজ্জামান, *নারীর উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তি*, সেমিনার স্বারকগ্রন্থ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৮) পৃষ্ঠা- ১৭৮।

[৫২] *দৈনিক যায় য়ায় দিন*, অক্টোবর ২৯, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬।

[৫৩] অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জমান, *ইউকে আমেরিকান সমাজের অন্ধকার দিক*, সেমিনার স্বারকগ্রন্থ (ঢাকা: বি.আই.সি, ২০০৭) পৃষ্ঠা- ৮।

[৫৪] দৈনিক জনকণ্ঠ, জুলাই ৩১, ১৯৯৩

[৫৫] দাউদ হোসেন, *সন্ত্রাসের কবলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র* (টাইম ম্যাগাজিন থেকে উদ্বৃত), *সাপ্তাহিক রোববার*, আগস্ট, ২৯, ১৯৯৩।

[৫৬] খোন্দকার রোকনুজ্জমান, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ১০-১১।

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ১০।

[৫৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ আগষ্ট ২০০৮, পৃষ্ঠা- ৭।

[৫৯] হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ৬২-৬৩।

[৬০] হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *দাজ্জালের পা* (ঢাকা: মুনমুন পাবলিকেশন্স হাউজ, ২০০৪) পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৬।

[৬১] হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, *বিয়ে নিয়ে ইয়ে*, পৃষ্ঠা- ৬২-৬৩।

[৬২] সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২২,২৫,১২৭; সূরা বাকারা,২: আয়াত-২৩; সূরা আহযাব, ৩৩: আয়াত-৪৯; সূরা মুমতাহিনা,৬০: আয়াত-১০; সূরা কাসাস,২৮: আয়াত-২৭ প্রভৃতি।

[৬৩] সূরা হুদ,১১: আয়াত ৭৭-৮১।

[৬৪] কারজাভী, ড: ইউসুফ, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, মাওলানা আবদুর রহীম অনুদিত (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৮) পৃষ্ঠা-২৬৭, নূরুল ইসলাম, *ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ২০০৯) পৃষ্ঠা- ৬৩।

[৬৫] মুসনাদে আহমদ- হাদিস নং ৪৬০৯।

[৬৬] মাওলানা আব্দুর রহীম,*প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২২১।

[৬৭] সিবাঈ, ড. মুস্তাফা, *ইসলাম ও পাশ্চত্য সভ্যতার নারী*, আকরাম ফারুক অনুদিত (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭) পৃষ্ঠা-২১৪-২১৬।

[৬৮] সূরা নিসা, ৪: আয়াত-৩।

[৬৯] সাবুনী, মুহাম্মদ আলী, *তাফসীরে আয়াতিল আহকাম* (কায়রো: দারুস সাবুনী, ২০০৭) পৃষ্ঠা-২/২২৯-২৩৬; কান্ধলবী, মুহাম্মদ ইদ্রিস, *সীরাতুল মুস্তাফা সা.*, মো. সিরাজুল হক ও ড. মো. আবদুল হক অনুদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭) পৃষ্ঠা- ২১৪-২১৬।

[৭০] সূরা নিসা: ৪: আয়াত-২৩।

[৭১] *প্রাগুক্ত*।

[৭২] *প্রাগুক্ত*।

[৭৩] সূরা আহযাব, ৩৩: আয়াত-৪।

[৭৪] সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২২।

[৭৫] সাইয়েদ সাবেক, গ্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা- ২/৪৮।

[৭৬] সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২৩।

[৭৭] বুখারী, হাদিস নং ৪৮১১, ৪৮২১ ও মুসলিম, হাদিস নং ১৬৪, ১৬৫।

[৭৮] মুফতি মুহাম্মদ শফি, *মা'আরেফুল কুরআন*, মাওলানা মহিউদ্দিন খান অনূদিত (মদীনা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, ১৪১৩ হি.) পৃষ্ঠা: ২৪১; সাইয়েদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা- ২/৫০-৫১।

[৭৯] সূরা নিসা: ৪, আয়াত-২৩।

[৮০] মুসলিম, হাদিস নং ১৩৬।

[৮১] সূরা নিসা, ৪: আয়াত-২৪।

[৮২] সূরা বাকারা,২: আয়াত-২৩৫।

[৮৩] সূরা বাকারা-২, আয়াত-২৩০।

[৮৪] মুসলিম, হাদিস নং ১৩৬।

[৮৫] সূনানে নাসায়ী, হাদিস নং ২৮৩৯, সূনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ১৮৪৪, আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم

[৮৬] সূরা নূর,২৪: আয়াত-৩।

[৮৭] লিয়ান শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ পরষ্পর পরষ্পরকে লা'নত করা। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ দেয়ার পর, বিচারকের সামনে স্বামী কোনো স্বাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারলে তখন বিচারক স্বামীকে তার মতের পক্ষে ৪বার স্বাক্ষ্য দিতে বলবে এবং পঞ্চমবারে বলবে- সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আলণ্ডাহর লা'নত পতিত হোক । এ অবস্থায় স্ত্রী যেনার কথা স্বীকার করলে তার উপর যেনার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। অন্যথায় সেও তার মতের পক্ষে ৪বার স্বাক্ষ্য দেবে এবং পঞ্চমবারে বলবে- সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তার (স্ত্রীর) উপর আলণ্ডাহর লা'নত পতিত হোক। অতপর বিচারক তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। এ পক্রিয়াকে ইসলামী শরীয়াতে লীয়ান বলে। আল জাযায়রী,আবু বকর জাবের, *মিনহাজুল মুসলিম* (কায়রো: মাকতাবাতুর রুহাব, ২০০৭) পৃষ্ঠা- ৩৪৬।

[৮৮] বায়হাকী, *আস্ সুনানুল কুবরা*- ২/৩১, হাদিস নং- ২৯১৪, ঈমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন। *আস্ সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহাহ*- ৩/৪৪২, হাদিস নং- ২৪৬৫।

[৮৯] http://www.sonarbangladesh.com/articles/MdMamunurRashid

[৯০] কনক সরওয়ার, *নারীর ক্ষমতায়ন* (ঢাকা:জ্ঞান বিতরণী, ২০০২) পৃষ্ঠা- ৪২।

[৯১] কাজী সাইদ, *প্রসঙ্গ: আন্ত:ধর্মীয় বিবাহ আইন*, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১ মে, ২০১২।

[৯২] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৩ মে, ২০১২; ১৫ মে, ২০১২।

[৯৩] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২২ মে, ২০১২।

[৯৪] সাইয়েদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*- পৃষ্ঠা- ২/৬৬, কারজাভী, *প্রাগুক্ত*,পৃষ্ঠা- ২৫৬-২৫৭।

[৯৫] সূরা বাকারা, ২: আয়াত-২২১।

[৯৬] আহলে কিতাব বলতে- তাওরাতের অনুসারী ইয়াহুদী এবং ইঞ্জিল বা বাইবেলের অনুসারী খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়।

[৯৭] সূরা মায়েদা, ৫: আয়াত- ৫।

[৯৮] সাইয়েদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*- পৃষ্ঠা- ২/৬৭।

[৯৯] সূরা তাওবা, ৯: আয়াত-২৯।

[১০০] যে রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এমন রাষ্ট্রের অধিবাসী।

[১০১] কারজাভী, ড. ইউসুফ, *ফতোয়া*, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ অনূদিত (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমি লন্ডন, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০৪) পৃষ্ঠা-১৪৬-১৪৭।

[১০২] মাওলানা আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-১১৫।

[১০৩] বুখারী, হাদিস নং ৪৮০২।

[১০৪] কারজাভী, ড. ইউসুফ, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, পৃষ্ঠা-২৫৮-২৫৯, সাইয়েদ সাবেক, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা-২/৬৭।

[১০৫] আলী হাসান তৈয়ব,ইসলামের দৃষ্টিতে আন্ড়ধর্ম বিয়ে, ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী (সম্পা.), http://www.islamhouse.com/397578/bn/bn/articles